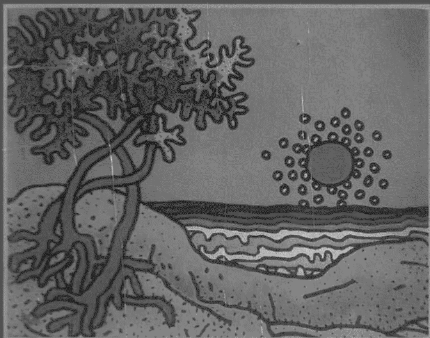
প্রকাশ কর্মকার চিত্রিত



কিছু কবিতা

শ্রীজাত

প্রকাশ কর্মকার চিত্রিত কিছু কবিতা

শ্রীজাত



চতুরঙ্গ

আমার শরীর থেকে পারলে একটু অশান্তি নে-

জীবন, তোকে নিয়ে

ওজনে কম হল যৌবন

আঙুলে বড় হল আংটি

কোথাও তবু ভারসাম্য

বজায় রেখে চলে শান্তি

পা দিলে পড়ে যাব নির্ঘাৎ

শ্যাওলা পোষে কত কার্ণিশ

প্রেমের দিকটায় যাই না।

রাতের বাসে লং জার্নি...

যেদিকে ঈশ্বর থাকে না

সেদিকে মুখ করে পেচ্ছাপ।

ফ্ল্যাটের ছোট-ছোট জানলায়

আদর, প্রবলেম, কেচ্ছা...

সময়-অসময় দুই ভাই।

দুয়েরই খুরে খুরে পেন্নাম

মরে যাবার পর স্বর্গ...

মরে যাবার আগে ঘেন্না!

জীবন, তোকে নিয়ে সকলেই

লিখেছি তিন-চার ছত্র

সেসব নিয়ে আজ বই হোক-

'সেলিম লংড়ে পে মাত রো'

রঞ্জিনীকে লেখা আমার চিঠি

রঞ্জু সোনা,

তোমার ই-মেল পড়ি না আর। এই অসীমে

হপ্তাপিছু দশ টাকা যায় ট্যাঁক থেকে

ইংলিশ বাদ। বাংলা চালু। শহরে সব রাস্তা চালু

গড়াই, আবার ফিরেও আসি এক ঠেকে

আকাশ ভরা সূর্য তারা, হাওয়ার তখন কী আস্পরা

বুঝিনি, তাও এগিয়ে গেছি চোখ বুঁজে

ঠেকতে ঠেকতে এখন জানি, দুধ কা দুধ-পানি কা পানি

জীবনে সব স্টেপ নিতে হয় লোক বুঝে।

যে কোন চুলোয় ঘাপটি মেরে কার কফিনে ঠুঁকছে পেরেক

কে কার ঘাড়ে নল রেখেছে বন্দুকের....

তবু তো প্রেম সর্বনাশী, পুজোর চাঁদা তুলতে আসি

সাহস পেতে সঙ্গে রাখি বন্ধুকে

অসীম কালের যে-হিল্লোলে তোমার বাবা দরজা খোলে

দেখেই আমার প্রাণ উবে যায়, রঞ্জিনী

বিকেল করে ঘুরতে বেরোই, স্টিমার চেপে গঙ্গা পেরোই

আমি...তুমি...দাশকেবিন আর মঞ্জিনিস

বেকার ছেলে প্রেম করে আর পদ্য লেখে হাজার হাজার

এমন প্রবাদ হেব্বি প্রাচীন অরণ্যে

কিন্তু তার আড়ালের খবর? জবরদখল? দখলজবর?

হাজারবার মরার আগে মরণ নেই।

কান পেতেছি চোখ মেলেছি যা দেখেছি চমকে গেছি

থমকে গেছি পাড়ার মোড়ে রাতদুপুর

ঝাপটাতে ঝাপটাতে ডানা পাখি পায় দৈনিক চারানা

কাপড় কিনলে হয় না মুখের ভাতটুকু

প্রাতঃকৃত্য করছি বসে, এই সময় কে জমিয়ে কবে

লাথ ঝেড়েছে কাজলকালো পশ্চাতে

একেই দু-দিন হয় না, শক্ত, তার ওপরে চোটের রক্ত-

খুব লেগেছে। কিন্তু আমি, বস, তাতে

রাগ করিনি।ক্ষমাই ধর্ম। শঙ্খ ঘোষের 'কবির ধর্ম'

গায়ে চাপিয়ে ঘুরে মরেছি কলকাতায়

ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছি...হাত-পা দিয়ে ঘুম তাড়াচ্ছি...

বেঁচে ফিরছি, সেটাই তো আসল কথা

টাকা খুঁজছি নোংরা হাতে, ঠাণ্ডাঘরে, কারখানাতে

তুমি হতাশ, আমিও শালা বিরক্ত

দেয়াল দেখে খিস্তি করি...কোলবালিশ জড়িয়ে ধরি...

কান্না আসে। এ কোনদেশি বীরত্ব?

বাড়ির লোকের উত্তেজনা-'কেন কিছু একটা করছ না?'

যেন আজো বেকার আছি শখ করে

তবু এমন দেশপ্রেম, যে এমপ্লয়মেন্ট-এক্সচেঞ্জে

নাম লিখেছি সোনাবরণ অক্ষরে

তুমি বরং সেটল করো-গঙ্গারামকে পাত্র ধরো

ফরেন কাটো। দুঃখ পাব, সামান্যই...

আমায় নিয়ে খেলছে সবাই, সুযোগ পেলেই মুরগি জবাই

তুমি তোমার। আমি তো আর আমার নই

চপের আকাশ, সূর্য, তারা...স্বপ্নগুলো বাস্তুহারা

এবার থেকে নৌকো বুঝে পাল তুলো

আজ এটুকুই। সামলে থেকো, আমায় ছাড়াই বাঁচতে শেখো

আদর নিও-

ইতি

তোমার

ফালতু লোক

মোমবাতিদের মন

হাত ধরেছি অন্ধকারে

ছাড়তে কতক্ষণ

হয়তো আমার আঙুল জানে

মোমবাতিদের মন

পর্দা ওড়ায় বৃষ্টিহাওয়া...

ছাদে মাদুর পাতি

দূরে কোথাও আশার গলায়

'কাচেরই ঝাড়বাতি...'

সঙ্গে মুড়ি, জোছনামাখা

কাঁচা লঙ্কা, ঘ্রাণে

মোমবাতিদের মন কিছুটা

আমার আঙুল জানে

বেশিরভাগই স্পর্শকাতর

কিন্তু স্মৃতিহীনা

রইল ছাদে মাদুর পাতা...

আমি তো বসছি না!

সে আর আমি

তার যে রকম তছনছিয়া স্বভাব

ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে আসে

আমিও তেমন অজ পাড়াগাঁর নবাব

সন্ধেবেলা মুক্তো ছড়াই ঘাসে

তার যেরকম বিরুদ্ধতার মেজাজ

হঠাৎ করে উল্টোদিকে ছোটে

আমি তেমন আগুনজলে ভেজা

সময় বুঝে ঠোঁট বসাব ঠোঁটে

তার যেরকম উল্টোপাল্টা খুশি

হালকা রঙের বাতাসে চুল বাঁধে

আমিও তেমন সিঁদুরে মেঘ পুষি

কেমন একটা গন্ধছড়ায় ছাদে...

তার যেরকম মনখারাপের বাতিক

সন্ধেহলে ভাল্লাগে না কিছু,

আমিও তেমন জলের ধারে হাঁটি

বুঝতে পারি আকাশ কত নিচু

তার যেরকম জাপটে ধরে সাহাগ

আমায় ছাড়া চলে না একদিনও,

আমিও তেমন দু-চার লাইন দোহা

লেখার ওপর ছড়িয়ে থাকা তৃণ...



সংসারগীতিকা-১

একমুঠো দু'মুঠো চালে তিনমুঠো চারমুঠো

ভাত রেঁধেছি। গরম। তুমি ঘুম থেকে না উঠো

তুমি ঘুম থেকে উঠো না। সূরয পশ্চিমে যাক ঢ'লে

মাথার ধারে জানলা খোলা, বৃষ্টি বেশি হলে

বেশি বৃষ্টি হলেই চল ভিজবে। চুলখোলা চুলভেজা

শরীর বলে বাইরে যাব, মন বলে ঘরকে যা-

ঘরে বউ আছে ঘুমন্ত, তার শিয়রে মোমবাতি

আলগা, অলস হাত-পা, তবু স্বপ্ন দেখার বাতিক

তাকে সুন্দরী করেছে। আমি দূর থেকে তাই দেখি

ঠোঁটদুটো আধুনিক, আহা, চোখদুটো সাবেকি

আমার ঘুম আসে না। ঠাণ্ডা ভাতে কাব্য ঝরে পড়ে

বৃষ্টি ধরে আসছে। কীসের আগুন লাগে খড়ে...

ঘরে আগুন দিলেও মরন না আজ। আগলাব খড়কুটো

শুধু ঘুম থেকে উঠো না তুমি, ঘুম থেকে না উঠো

এক সন্ধের গল্প

তোমাকে কে আগে ছুঁয়েছিল?

আমি, নাকি কোনও প্রেতাত্মা?

আমাকে কে আগে ছুঁয়েছিল?

তুমি, নাকি কোনও অলক্ষ্মী?

সে-কাহিনি থাক। সময় নেই।

ঘর ভরে গেছে আবছায়ায়

জানলার গ্রিলে গাছপালা

সন্ধে নামছে দূর ব্রিজে...

কুড়িয়ে পেয়েছি এক পলক

শরীরে শরীর মুড়ে দিতে

সারাদিন পর এইটুকুই

অপার শান্তি। আর তুমি

ভাবছ কে আগে ছুঁয়েছিল,

তাদের ছোঁয়ার দাগ কোথায়...

না, প্লিজ খুঁজো না। অতীত নেই।

এই মুহূর্তে বাঁচতে দাও

তোমাকে দেখাব কাল বরং

আমার ঘরের ডাস্টবিনে

কেটে ফেলা নখে ভোটের দাগ...

তোমাকে দেখাব ছাদ থেকে

অসহায়রঙা উল্কাপাত...

খসে পড়া ছাড়া আর যাদের

কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু না।

আমাদের তবু তার থেকে

বেশি কিছু আছে

...ভবিষ্যৎ!

তার চোখ দুটো

তার চোখদুটো ছিল ভারতীয়

আর চাউনি কিছুটা মার্কিন

লোকে মরে যাচ্ছিল মার খেয়ে।

লোকে মারছিল। তাতে তার কী?

সে তো জলে খুঁজছিল জীবাণু

যেন দিন কেটে যায় বাতিকে

মুখে সুগন্ধ আহা, প্রগতির

আর চুলে রং বহুজাতিকের

তার বিছানা তুলোর বন্ধু

তার বিকেলের নাম স্ট্রবেরি

যদি অকারণই এত সুন্দর,

কেন কারণ খুঁজছে সবেরই?

তার দু'পায়ে মাটির ছন্দ

যদি না-ই মেলে তবে কার কী?

সে তো উঁচু করে নেবে নিচু নাক

যার চাউনি কিছুটা মার্কিন...

তবু চোখদুটো ছিল ভারতীয়

শুধু ভারতীয়...

আর কিছু না!

আগুনরূপা-কে

তুমি টিনেজ নদী, কিছু পাগলপারা

আমি প্রাচীন দেয়াল, ঝুরো পলেস্তারা

তুমি কাচের বিষাদ, মিহি বাতাসঝালর

আমি বেমক্কা হাত, ভাঙি ব্যথার আলো

তুমি অসম্ভবা। চির সুপার লোটো।

আমি বাদল দিনে একা দেবব্রত

তুমি সকল পথের ধারে পরাগধানী

আমি সামান্য লোক, দুটো ম্যাজিক জানি

তাতে আধেক জোটে, থাকে আধেক দেনা

এত পাঁকাল হাতে লেখা দাঁড়াচ্ছে না।

তবু লেখাই দাঁড়ায়, ছোটে কী জোর হাওয়া-

জিয়া ধড়ক ধড়ক... যেন ট্রেনের আওয়াজ

আমি নতুন মাতাল। জমে দু' পেগ হেবি।

যদি প্রসাদ না পাই তুমি কীসের দেবী?

তুমি কীসের মহৎ? তুমি কীসের উদার?

যদি সাপের কামড় খেয়ে মেটাই ক্ষুধা-

যদি বিষের পায়েস খেয়ে হজম করি

তবে প্রসাদ পাব? তবে কভার স্টোরি?

এসো খেলাও আমায়। আমি সুরের আদল

দেখি সাহস কত, দুটো কথায় বাঁধো-

নিশান

মেঘের পরে মেঘ জমেছে। জুন মাস।

দুপুরবেলা ঘনিয়ে এল বৃষ্টি

গাছের গায়ে হালকা মরা রোদ্দুর

সিগন্যালের ধাক্কা খাওয়া যানজট

সাপের মতো এলিয়ে আছে বাইপাস...

মেঘের পরে মেঘ জমেছে। ছাইরং।

দূরে আকাশ-শামিয়ানায় হাইরাইজ

স্লেটের গায়ে শোয়ানো চক-পেনসিল

দু'-এক রাশ ঠাণ্ডা হাওয়া। ঝপটা।

সাপের মতো অলস যানজটের মধ্যে

লাল নিশান উড়িয়ে চলে ট্যাক্সি

ডান-বাঁ-ডান, ওভারটেক, শর্টকাট

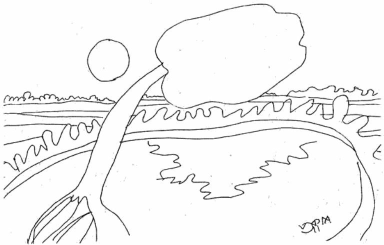
যেন সে আজ দিগন্তকে টপকে

পৌঁছে যাবে সত্যি থেকে স্বপ্নে,

এমন তাড়া। এলিয়ে আছে বাইপাস

লাল নিশান উড়িয়ে চলে ট্যাক্সি...

অসুখ কারও। আমরা ভাবি বিপ্লব।



ছুট

শরীর থেকে শরীর ছোটে গন্ধ

আগুন থেকে আগুন অপরাধ

আকাশ থেকে আকাশ ছোটে বিদ্যুৎ

পাহাড় থকে পাহাড় ছোটে খাদ

গুজব থেকে গুজব ছোটে মিথ্যে

প্রহর থেকে প্রহর ছোটে দিন

এ ঘরে থেকে ও ঘর ছোটে খেলনা

কাগজ থেকে কাগজ আলপিন

এ হাত থেকে ও হাত ছোটে ওড়না

খবর থেকে খবর অভিঘাত

আড্ডা থেকে আড্ডা ছোটে সন্ধে

ক্লান্তি থেক ক্লান্তি ছোটে রাত

এতই যদি ক্লান্ত তবে লাভ কী?

ছুট থামিয়ে বোসো কিছুক্ষণ।

সেই সুযোগে নতুন করে ছুট দিক

আমার থেকে তোমার দিকে, মন।

বাবা-মা আর আমি

ক

বাবা-মা'র সঙ্গে পুরী বেড়াতে যাওয়া হয়নি আমার।

সিমলা বা উটিও না,

এসব তো দূর, কখনো চিড়িয়াখানা কি বইমেলাই যাওয়া হয়নি

আমি তো শুধু বাড়ি ফিরে আলো জ্বেলে ঢুকে গেছি

নিজের ঘরে আর দেখেছি

কীভাবে রোজ, পরস্পর, একটু একটু করে দূরে সরে গিয়ে

বাবা আর মা আমার বেড়াবার জায়গা করে দিচ্ছে...

খ

আমাদের পাড়ায় একেকদিন রাতের দিকে মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে না।

বাড়ি ফিরতে একটু দেরি করলে রাস্তাতেই ভাসতে আরম্ভ করি, গা ঘেঁষে

কুকুর, বেড়াল, রিক্সা, সব ভাসতে-ভাসতে বেরিয়ে যায়। কোনওমতে

দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে দেখি ভাত-ডাল-মাছের ঝোল সব মেঝেয় ফেলে

বাসনকোসনগুলো দিব্যি উড়ে বেড়াচ্ছে আর তাদের মাঝখানে বাবার কাঁধে

মাথা রেখে ভেসে আছে মা...কোনও বিরক্তি নেই, ঝগড়া নেই, চুলোচুলি

নেই...যেন আমিও আসিনি পৃথিবীতে...শুধু শান্তি আর আনন্দের গন্ধে

ম-ম করছে গোটা বাড়ি। আমিও খুশিতে, লজ্জায় ভেসে থাকি রান্নাঘরের

এককোণে, আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি, যতক্ষণ না স্বাভাবিক হচ্ছে অবস্থা,

যতক্ষণ না ওই দু'জনের তুমুল ঝগড়ায় ঘুম ভাঙছে আমার...

গ

মা'র চাহিদা অনেক।

মা চায় আমি বড় কবি হই, চাকরি পাই,

ভাল দেখে বিয়ে করি একটা,

আরও টুকিটাকি প্রচুর..

বাবা আর কিছু চায় না।

দিনকেদিন শ্লথ আর কুঁজো হয়ে যাওয়া আমার বাবার

চাওয়া বলতে রোজ রাতে তিনটে দেশলাই কাঠি।

একটা বিড়ি ধরাবার জন্যে,

আর দুটো, যদি আমি আর মা হারিয়ে যাই, সেই ভয়ে।

ঘ

বাবা একসময় খুব বন্ধু ছিল আমার।

মা বন্ধুপত্নী।

তারপর, এসব ক্ষেত্রে যা হয়,

বন্ধু আস্তে আস্তে দূরের লোক হয়ে ওঠে

বন্ধুপত্নী আরও কাছের

এই যেমন বাবা আজকাল সারাদিন

সিঁড়ির ওপর গলে হাত দিয়ে বসে থাকে

আমি আর মা

গল্প করি, টি.ভি. দেখি, ঘুমোই একসঙ্গে

ঙ

খবরকাগজের দরজা বন্ধ

টি.ভি. চ্যানেলের দরজা বন্ধ

স্কুল-কলেজের দরজা বন্ধ

শুধু বাড়ির দরজা খোলা। বাড়িতেই ঢুকি।

একতলায় মা গান শেখাচ্ছে। সারাজীবনের গান।
নিজের ঘরে ঢুকে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকি।
যখন রাত অনেক, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, গুটি গুটি পায়ে
পাশের ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়া মায়ের ফর্সা গলায় দাঁত বসাই
গান নয়। গরম, টাটকা রক্ত।
আর দাঁত বসাতে অক্ষম, দশবছর আগে লকআউট হওয়া বাবা,
কিছুদূরে মেঝেয় কাপ হাতে চুপচাপ বসে থাকে। অপেক্ষায়।

চ

বাবা-মার মধ্যে বেশ একটা বেড়াল-বেড়াল
ব্যাপার আছে। দিনের বেশিরভাগটাই চোখ টিপে
এককোনায় পড়ে আছে, ঘুম ভাঙলে মাছের ঝোল,
দুধের প্যাকেট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, পরস্পরের
দিকে ক্রমশ, বেড়ে চলা চিৎকার ছুঁড়ছে,
থপাথপ থাবাও বসিয়ে দিচ্ছে এক-আধবার...
কতক্ষণ মেনে নেওয়া যায়? ভাবি যাই, একদিন
বাজার যাবার পথে দুটোর ঘাড় ধরে দূরে কোথাও
রেখে দিয়ে আসি, বুঝবে মজা। তারপর মনে হয়
সত্যি-সত্যি তো আর বেড়াল নয় দু'জনে,
এই এত বয়েসে রাস্তা চিনে হয়তো আর
বাড়ি ফিরে আসতে পারবে না

ছ

শুনেছি, মা'র প্রেমে পড়ে বাবা পুরী পালিয়েছিল।
প্রথম-প্রথম মা রিফিউস করেছিল, তাই।

পুরীতে, সমুদ্রের ধারে ব'সে

বাবা প্রচুর মদ আর মাছভাজা খাচ্ছিল

আর উঁচু করে খোঁপ-বাঁধা, বড় চোখের আমার মা

কলেজ ফেরত ভাবছিল 'ইশ, হ্যাঁ বললেই হতো..'

এ বছর পুরীতে গিয়ে খুব ইচ্ছে করছিল

আমার ঝড়ঝাপটা বাবাটাকে খুঁজে বার করি,

কলকাতায় ফিরিয়ে এনে দাঁড় করাই

সদ্য পঁচিশ মা'র পাশে

কিন্তু স্থানীয় লোকজনকে জিগ্যেস করাতে বলল

সেসব এখন আর পাওয়া যায় না।

এই ৩০ বছরে সমুদ্র অনেকটা সরে গেছে।

জ

হয়তো একদিন আমি ঘুমোচ্ছিলাম, বাবা বাইরে গেছিল,

মা'র পুরনো প্রেমিক এসে আমায় দেখে বলেছে

-'কোন ক্লাস হল ওর?'

হয়তো আরও একদিন আমি ঘুমোচ্ছিলাম, মা বাইরে গেছিল,

বাবার পুরনো প্রেমিকা এসে আমায় দেখে বলেছে

-'একদম তোমার মতো'।

আজ এত বছর পর ঘুম ভেঙে

আমি আবার খুঁজছি সেই দু'জনকে।

দু'জনের মধ্যে কি দেখা হয়েছে কখনও?

প্রেম?

বিয়ে করে শহরের বাইরে আছে কোথাও?

এখন গিয়ে থাকা যায় না, তাদের সঙ্গে?

ঝ

আর এই এতসবের পরে, দু'কাঁধে বাবা-মাকে চাপিয়ে নিয়ে

একের পর এক বিয়েবাড়ি, ট্রাফিক সিগন্যাল, এস.এস.সি,

মৃত্যুসংবাদ পেরিয়ে চলেছি আমি। পা টলছে, নাক দিয়ে রক্ত

পড়ছে, কিন্তু জ্ঞান হারাচ্ছি না। আমার বাঁ কাঁধে বসে মা গান

গাইছে, রাগাশ্রয়ী বাংলা, ডান কাঁধে বসে বাবা টি.ভি. দেখছে।

মারপিটের বই। আর এই দুই আত্মহারা বাবা-মা'র মাথায়

পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি, হ্যাঁ, আমিই। যে চাকরি বাকরির তোয়াক্কা

করে না, কবিখ্যাতিকে পাত্তা দেয় না, প্রেম-বিচ্ছেদ নিয়ে

মাথা ঘামায় না, শুধু এক্ষুনি পৃথিবীর শেষ দেখতে চায়।

সংসারগীতিকা-২

আঃ মির্চি!

উঃ মির্চি!

দিনরাতভর

স্পুটনিক। চিল।

ছিমছাম ফ্ল্যাট

লোকজন নেই

এই এ্যাদ্দুর

ওর জন্যেই

তাও রোজ এক

টেনশান, ঝাড়

রাত বরবাদ

প্রেম ছারখার

দাঁতচুলবুক

স্তনলোমপিঠ...

সঙ্গম নেই

কন্ডোম। পিল।

আজ নয় কাল

প্যাক্সাম। ব্লেড।

বিষ হয়তো...

এক চামচে

নয় হস্টেল

লোকজন। কেস।

জিভ জ্বলছে...

চোখ জ্বলছে...

উঃ মির্চি!

আঃ মির্চি!

সব পথ শেষ

সব পথ শেষ

স্পুট নিক ছাই

বাঁক নিল চিল...

বাঁক নিচ্ছি।

রাতে যেসব স্বপ্ন আসে

শরীর, শুধু শরীর থেকে গড়ায়

তোমার দিকে আঠালো সম্প্রীতি

সেটাই তফাত জ্যান্ত আর মড়ায়

হুক আর বোতাম খুলছে মেগাসিটি

ফ্লাইওভারে বাঁক খেয়েছে কোমর

হাঁটলে দোলে উত্তেজনার পারা

সেটাই তফাত হেটেরো আর হোমোর

ভোল্যাপচুয়াস দিগন্তে নীল তারা

দেখতে-দেখতে গভীর হল ক্লিভেজ

আজ দু'হাতে দু'দিক চেপে ধরি

ঘাস সরিয়ে জড়িয়ে নিই জিভে

এই শহরের তুলতুলে ক্লিটোরিস

জায়গা মতো ঢাকনা খোলা পেলে

উওম্যান-হোলে ঢুকিয়ে দেব মাথা

একবিছানা ছটফটানো ছেলে...

আমার সঙ্গে শোবে না, কলকাতা?

ইশারা

অকালপ্রয়াত কালু দাসের স্ত্রী একবার আমাকে ইশারা করেছিল,

আমি রাজি হইনি। তা সে গেল খেপে। তৎক্ষণাৎ নালিশ জানাতে ছুটল

পাড়ার দাদা লালটুকে। লালটু সব শুনেটুনে বলল-'কীরকম ইসারা

করেচিলি?' কালু দাসের স্ত্রী ইশারা করে দেখাল, লালটু রাজি হয়ে গেল।

কালু দাসের স্ত্রী গেল বেদম চটে, লালটুকে তো সে চায়নি, চেয়েছে

আমাকে। দ্বিগুণ রাগ বুকে চেপে সে গেল এলাকাপ্রধানের বাড়ি।

সেখানে আরেক কেচ্ছা- কালু দাসের স্ত্রী কিছু বলার আগেই এলাকাপ্রধান

তাকে ইশারা করে বসল। এইবার কালু দাসের স্ত্রী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে

এলাকাপ্রধানকে চড় মেরে বেরিয়ে গেল। এলাকাপ্রধান লালটুকে ডেকে

বললেন এই ঘটনা। লালটু জিজ্ঞেস করল-'কী ইসারা করেচিলেন

স্যার?' এলাকাপ্রধান দেখালেন, লালটু সাবধান হয়ে ফিরে গেল।

কথায়-কথায় আমাকে একদিন বলল-'সোন, ওই সালা কালুর বউটা

বহুৎ দেমাগি। ওকে যেন ইসারা-টিসরা দিসনি, কেলিয়ে দেবে। স্যার

এইরকম ইসারা করেচিলেন, স্যারকেও ছাড়েনি' বলে স্যারের করা ইশারা

আমায় যত্ন-সহকারে দেখাল। আমি এরপর একদিন কালু দাসের স্ত্রীকে

জিজ্ঞেস করলাম-'কী গো, এলাকাপ্রধান নাকি তোমাকে ইশারা

করেছেন?' কালু দাসের স্ত্রী অবাক হবার ভান করে বলল-'কীরকম

ইশারা বলুন তো? আমিও বোকার মতো ইশারা করে দেখলাম আর

কালু দাসের স্ত্রী রাজি হয়ে গেল।

বসে আছি

বসে আছি পথো চেয়ে

যতদূর অটো ছেয়ে গেছে...

এ বিকেলে কোথা তুই

জড়িয়েছি গোটা দুই প্যাঁচে

বেখেয়ালে বেপাড়ায়

কথা আর কে বাড়ায় হেথা

চা পেয়েছি, চিনিহীন

তামাশাও কী মিহিন ক্রেতা

কেনাকাটা টুকিটাকি

মরা মাছ শুঁকি, ঢাকি শাকে

দিনো যায় চলিয়া

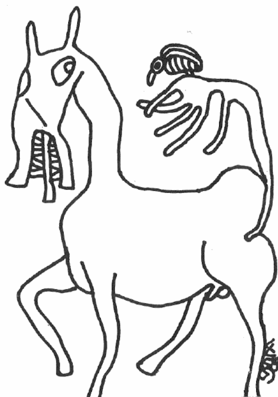
কিছু কথা বলি আজ তাকে

বিকেলে ফুটপাত

লোকে বড় উৎপাতপ্রিয়

বসে আছি পাত পেড়ে

দেখা হলে ভাত বেড়ে দিয়ো।



মেঘ করে এল

মেঘ করে এল দেশের মতো

মনখারাপেরও খরচ কত

বৃষ্টিধারা

বাতাসে কীসের মিশেল দিলে

কিছুটা দুপুর স্লিপিং পিল-এ

তন্দ্রাহারা

দেশ মানে নি সা রে ম প নি সা

অথচ বিদেশ দিয়েছে ভিসা

দু'তিন মাসের

মনখারাপেরও হিসেব কত

লুকিয়েছি মুখ মেঘের মতো

উপন্যাসে

হোটেলের ঠিক সামনে নদী

ছায়া পড়ে আছে সমস্তদিন

সহজ জলে

চোখে নেমে আসে মাথার পোকা

কোথাও খুলেছে চায়ের দোকান

মফস্বলে....

মেঘ করে এল এখানে কেমন

এমন দুপুরে স্বয়ং শ্যামও

ঘুমের দিকে

ছাইরঙা সুরে মেঘলা দোহা

একা দূরে বসে বরষা পোহাই

জনান্তিকে

সংসারগীতিকা-৩

মাঝরাতে এক চোরের প্রেমে পড়ে

ঘর ছেড়েছে রঙিন আমার বউ

বলতে হবে তালিম পাওয়া ঘোড়েল

ডালিম গাছে স্টক করেছে মউ

সেই ডালিমের ডাল বাঁধা ইমনে

মা কড়ি, তাই বাবা হলেন কানা

তিন ননদের ছায়ার দাম অনেক

চার দেওয়ের মগজ লাইনটানা

টানা না আটানা, বলা বারন।

মোট কথা সে সংসারী ছিল বেশ

ভেতরে এক বেড়াল ছিল তারও

অ্যাদ্দিনে সে আস্ত মাছের লোভে

আকাশ জুড়ে চমকালো ফিনাইল-

দমকা লোকের শঙ্কা পেল নিজে

আয়না ভেঙে ছড়িয়ে গেল স্মাইল,

বায়নাগুলো আট কালো ডি পফ্রিজে

ফ্রিজের আলো ঠাণ্ডা, বেহুঁশ, সাদা

মাঝরাতে এই ফ্ল্যাট বাড়ি ছমছমে....

দুঃখে দু' পেগ, সঙ্গে জমবে বাদাম

ভয়ে যেমন ভূতের গল্প জমে।

গল্প না কল্পনা, বলা বারণ।

ব্যাস, এটুকুই টানটান খবর-

সব পৃথিবীর সব ফ্ল্যাটে সব আরও

বউ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে চোর...